দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 FEB 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি

# '৯৪ ও '৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ

*।। রেজোয়ানুল হক রাজা/রুকুনউদ্দৌলাহ ।। এসএসসি পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক অংশ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো সিদ্ধান্ত না নেয়ায় ১৯৯৪ ও '৯৫-এর পরীক্ষার্থীরা অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। স্কুলগুলোও এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নৈর্ব্যক্তিক অংশের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তবে পরিবর্তিত পদ্ধতি কবে থেকে কার্যকর করা হবে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু হয়। তাতে নির্ধারিত ৫০' প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন এবং প্রতি পত্রে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনাধর্মী মিলিয়ে পাসের নম্বর ৩৩ নির্ধারিত হয়। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার পর পাসের হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এ পদ্ধতির মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পর্যালোচনার পর এতে সংশোধনী আনা হয়। তাতে বলা হয়, প্রতি পত্রে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনাধর্মী অংশে পৃথক পৃথকভাবে কমপক্ষে ১৫ এবং যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক অংশ রয়েছে তার প্রতি অংশে ১২ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া সবক্ষেত্রেই পাসের নম্বর ৩৩ নির্ধারিত হয় এবং প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল করা হয়। এই সংশোধিত পদ্ধতি ঘোষণা করার পর দেশব্যাপী স্কুলছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের ব্যাপকতার মুখে সরকার নতুন সিদ্ধান্ত বাতিল করে আগের নিয়ম বহাল রাখার কথা ঘোষণা করে জানায়, তবে এ নিয়ম শুধু '৯৩ সালের পরীক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সে অনুযায়ী এ বছর অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন বিভ্রান্তি নেই, কিন্তু '৯৪ সাল থেকে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির ধরন কি হবে সে ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো সুস্পষ্ট কিছু না বলায় বিশেষ করে ৯৪ এবং '৯৫ সালের পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। কারণ যারা '৯৪ সালের পরীক্ষার্থী*

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা : পৃঃ ৬ কঃ ৭

## নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ঃ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তারা এখন ১০ম শ্রেণীতে পড়ছে। আগামী জুনে তাদের প্রাক-নির্বাচনী এবং নভেম্বরে নির্বাচনী পরীক্ষা হবার কথা, কিন্তু পরীক্ষা পদ্ধতি চূড়ান্ত না হওয়ায় তারা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। আর '৯৫ সালের পরীক্ষার্থী যারা এখন ৯ম শ্রেণীতে রয়েছে, একই কারণে এখনো তাদের সিলেবাস ঠিক হয়নি বলে জানা গেছে, অথচ শিক্ষাবর্ষের দুই মাস ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে নৈর্ব্যক্তিক অংশের সংশোধিত পদ্ধতি '৯৪ সাল থেকে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় '৯৫ সাল থেকে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারীভাবে কিছুই বলা হয়নি।

জানা গেছে, স্কুলগুলো তো বটেই, দেশের ৪টি বোর্ডের কর্মকর্তারাও এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। গত মাসে অনুষ্ঠিত আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের এক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।